আজকের কাগজ

141

তারিখ 04 NOV 1993
পৃষ্ঠা 7 কলাম ...

৮

ঢাবি'তে সাধারণ ছাত্রদের আশঙ্কা

যে কোনো সময় ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যেতে পারে

কাগজ প্রতিবেদক : গতকাল ভোররাতে রমনা থানা ও মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি হলে তল্লাশি চালায়। হলগুলো হলো জহুরুল হক, সূর্যসেন ও মহসিন হল। পুলিশ জানায়, কোনো অস্ত্র উদ্ধার বা কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। বিভিন্ন হল এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশ পাহারা জোরদার করা হয়েছে।

গতকাল প্রশাসনিক কার্যাদি এবং ক্লাস যথারীতি চললেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা থমথমে ছিলো। ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিলো কম। পুলিশী পাহারা থাকলেও সাধারণ ছাত্ররা মনে করছে অস্ত্রধারীরা এখনো ক্যাম্পাসে ঘোরাফেরা করছে এবং যে কোনো সময় ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যেতে পারে। গত পরশু ছাত্র ও কর্মচারিদের ডাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হবার পর গতকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যাদি এবং ক্লাস শুরু হয়।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল থেকে গত ২ নভেম্বর সংগঠনের ৩ জন কেন্দ্রিয় নেতাসহ ৫ জনকে সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃতরা হচ্ছেন- ছাত্রদল কেন্দ্রিয় কমিটির সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক সাঈদ সোহরাব, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক রবিউল ইসলাম লাবলু, কেন্দ্রিয় সদস্য রুহুল আলম মাহবুব মানিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য স্বপন তরফদার এবং মহসিন হল শাখার সহ-সভাপতি মামুন। গত ১ নভেম্বরের হত্যা ও সন্ত্রাসের প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একটি বিশ্বস্ত সূত্র জানায়, ঐ সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কারণে আরো কিছু জরুরি পদক্ষেপ নেয়া হতে পারে। এ পদক্ষেপ হিসেবে আরো অন্ততঃ ৩/৪ জনকে বহিষ্কার এবং বেশ কয়েকজনকে কারণ দর্শাও নোটিশ প্রদানের সম্ভাবনা রয়েছে।

গত ১ নভেম্বর সংঘটিত হত্যা ও সন্ত্রাসের প্রতিবাদে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ম-ই) একটি মিছিল ও সমাবেশ করে। অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে বক্তৃতা করেন পংকজ নাথসহ বেশ ক'জন ছাত্রলীগ নেতা। তারা সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার ও শাস্তি দাবি করেন।